বুদাপেস্ট্ ওপেন অ্যাক্সেস্ ইনিসিয়াটিভ্

একটি পুরনো প্রথা এবং একটি নতুন প্রযুক্তির মিলনে একটি অভূতপূর্ব জনকল্যান সম্ভব হয়েছে। পুরনো পদ্ধতি অনুযায়ি বিজ্ঞানি ও বিদ্বানরা তাদের গবেষনার ফল scholarly পত্রিকাতে বিনামূল্যে প্রকাশ করতে চান । নতুন প্রযুক্তিটি হল internet , যা সম্ভব করেছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে scholarly পত্রিকার বৈদ্যুতিন বিতরন, সম্পূর্ন বিনামূল্যে এবং সমস্ত বিজ্ঞানি, শিক্ষক, ছাত্র ও জ্ঞানপিপাষুদের জন্য উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার বা open access। প্রবেশাধিকারের বাধা উন্মুক্ত হওয়ার ফলে তা গবেষনার উন্নতি, শিক্ষার সমৃদ্ধি, ধনি গরিব ও গরিব ধনির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করে সাহিত্যকে সবার প্রয়োজনীয় করে তুলবে, এবং সবর্সাধারনের বুদবৃত্তিক আলোচনা ও জ্ঞান অনুসন্ধানের একটি মঞ্চ গড়ে তুলবে।

বিভিন্ন কারনে, এই ধরনের বিনামূল্য ও উন্মুক্তসাহিত্য যাকে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার বা open access বলা হয়, তা খুবই সীমিত সাময়িক পত্রিকাগুলিতেই পাওয়া যায়।তা সত্তেও, এই সীমিত সাময়িক পত্রিকাগুলিই প্রদর্শন করছে যে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার বা open access পত্রিকার প্রকাশন অর্থনৈতিক ভাবে সম্ভব, যা পাঠকদের প্রাসঙ্গিক সাহিত্য সন্ধানের ও ব্যবহারের অসাধারন ক্ষমতা দেয় ও লেখার দৃষ্টিগ্রাহ্যতা, পঠন ক্ষমতা, ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত উপকারিতা সুনিশ্চিত করার জন্য, প্রবেশাধিকার

উন্মুক্ত বিশেষতঃ, আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য আমরা সমস্ত উৎসাহি প্রতিষঠান ও প্রত্যেককে আহ্বান জানাই। যতবেশি মানুষ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, তত শিঘ্র আমরা উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের উপকারিতা উপভোগ করতে পারবো।

যদিও সমকক্ষ সমালোচনা বা peer review সাহিত্য online পাঠকদের বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার দেয়, কিন্তু এর উৎপাদন বিনামূল্যে হয় না। গবেষনা করে দেখা গেছে সাহিত্যের উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের খরচ প্রথাগত সাহিত্যের তুলনায় আপাতভাবে কম।অর্থ সাশ্রয় এবং যথাসময়ে বিতরন প্রসারিত করার সুযোগ পেশাগত সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, প্রতিষঠানগুলিদের এবং অন্যান্যদের উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার বা open access এর সম্বন্ধে উৎসাহিত করবে। উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের জন্য নতুন অর্থ পুনুরুদ্ধারের model এবং আর্থিক পদ্ধতির প্রয়োজন, যদিও আমরা আত্মবিশ্বাসি যে গুরুত্বপূর্ন কম আর্থিক খরচের জন্য আমাদের লক্ষে পৌঁছনো সম্ভব।

Scholarly সাহিত্যের উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের জন্য আমরা দুটি পরিপূরক পদ্ধতির সুপারিশ করছি।

১. স্ব-সংগ্রহষালা (Self Archiving) - প্রথমত, বিদ্যানুরাগিদের লেখা জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, সাধারনভাবে যাকে স্ব-সংগ্রহষালা বলা হয়। এই সংগ্রহষালা

যখন Open Archive Initiative এর মান স্পর্শ করে, search engines ও অন্যান্য প্রযুক্তি তাকে একটি সংগ্রহষালা হিসেবে গন্য করে।লেখার সন্ধান পাওয়ার জন্য লেখকদের সংগ্রহষালাটির অবস্থান জানার প্রয়োজন পরেনা।

২. উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার পত্রিকা (Open Access Journals) - দ্বিতীয়ত, বিদগ্ধজনেরা নতুন প্রজন্মর সাময়িক পত্রিকাকে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়ার অঙ্গিকার নিতে পারেন, ও বিদ্বতমান পত্রিকাকে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।পত্রিকার লেখাগুলির প্রকাশ যতদূর সম্ভব বিস্তার লাভ করতে পারে, এই সমস্ত নতুন পত্রিকাগুলির copyright র সীমাবদ্ধতা আর প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করবেনা। পরন্তু এই পত্রিকাগুলি নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সমস্ত রচনার উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারকে আশ্বস্ত করবে। প্রকাশনার পথে অর্থ একটি বাধা, এই উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার পত্রিকাগুলি কোনো আগাম প্রবেশমূল্য নেয় না, ও অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে খরচ পোষানোর চেষ্টা করে। অনেক বিকল্প ব্যাবস্থার মাধ্যমে খরচ পোষানো সম্ভব, প্রতিষঠান, সরকারের তহবিল, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষনাগার, গ্রন্থাগার, পেশাগত সমিতি, এবং অন্যান্যদের উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার সহায়করা, প্রথাগত পত্রিকার প্রবেশমূল্য বাতিল করে এমনকি গবেষকদর থেকেও কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া যতে পারে।এই সমস্ত বিকল্পের একটির থেকে অন্যটির

গুরুত্ব কম নয়, অন্য কোনো সৃজনসিল বিকল্পের সন্ধান ও প্রয়োজন।

আমাদের লক্ষ্য peer reviewed পত্রিকার উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার।স্ব-সংগ্রহষালা ও নতুন পত্রিকাগুলির উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব ।

জনহিতৈষি জর্জ সোরোস, ওপেন সোস্যাইটি ইনস্টিটিউট, এই জনসেবামূলক প্রতিষঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন।এই সম্পদের ব্যবহার ও প্রভাব প্রসারিত করে, Institutional Self Archiving অথবা প্রতিষঠানের স্ব-সংগ্রহষালার সংবর্ধন, নতুন উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার পত্রিকা চালু করা ও উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার পত্রিকা গুলিকে সাহায্য করে অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বি করা সম্ভব। ওপেন সোস্যাইটি ইনস্টিটিউট এর সম্পদ ও দায়িত্ব অনেক, এরকম অন্যান্য সংগঠনের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের এখনও প্রয়োজন আছে।

আমরা সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষনাগার, গ্রন্থাগার, পেশাগত সমিতি, প্রকাশক এবং প্রতিটি লেখকদের উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের বাধা দূর করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, ও এমন একটি ভবিষ্যত গড়ার জন্য যেখানে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে গবেষনা ও শিক্ষার সমৃদ্ধি বিনামূল্যে লাভ করা যাবে।

ফেব্রুয়ারি ১৪ ২০০২

বুদাপেস্ট্, হাঙ্গেরি

লেসলি চ্যান্: আন্তর্জাতিক বায়োলাইন

দারিয়াস কাপলিংকাস্: পরিচালক, সংবাদ মাধ্যম, ওপেন সোস্যাইটি ইনস্টিটিউট

মাইকেল ইসেন: পাবলিক লাইব্রেরি অফ সায়েন্স

ফ্রেড ফ্রেনড: পরিচালক, স্কলারলি কম্যুনিকেশান, ইউনিভার্রসিটি কলেজ লন্ডন

ইয়ানা জেনোভ: নেকস্ট পেজ ফাউণ্ডেসন

জিন-কলড গ্যুডন : মন্ট্রিল ইউনিভারসিটি

মেলসা হেগমান : প্রোগ্রাম অফিসার, ইনফরমেশন প্রোগ্রাম, ওপেন সোস্যাইটি ইনস্টিটিউট

স্টিভান হার্নাড: অধ্যক্ষ, কগ্নিটিভ সায়েন্স, সাউথঅ্যাম্টন ইউনিভারসিটি, ক্যুবেক ইউনিভারসিটি মন্ট্রিল

রিক জনসন্: পরিচালক, স্কলারলি কম্যুনিকেশান এবং আ্যকাডেমিক রিসোর্সেস কোআলিসন (SPARC)

রিমা কুপরাইট: ওপেন সোস্যাইটি ইনস্টিটিউট

মানফ্রেডি লা মান্না:

ইসতভান রেভ: ওপেন সোস্যাইটি ইনস্টিটিউট, ওপেন সোস্যাইটি আকাইভ

মনিকা সেগবার্ট: eIFL প্রজেক্ট কনসালটেন্ট

সিডনৈ ডেসুজা: ইনফরম্যাটিক্স ডিরেক্টর CRIA, আন্তর্জাতিক বায়োলাইন

পিটার সুবার্ : অধ্যক্ষ, ফিলোসফি, আর্লহাম কলেজ ও অনলাইন স্কলারসিপ নিউজলেটার

জান ভেলটেরোপ: প্রকাশক, বায়োমেড্ সেন্ট্রাল

Translated by Jayati Chaudhuri